তারিখ 31 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৯ ৬ কলাম ৫

যুগান্তর

পাইকগাছায় অস্তিত্বহীন মাদ্রাসার নামে আত্মসাৎ

পাইকগাছা (খুলনা) প্রতিনিধি

খুলনার পাইকগাছায় অস্তিত্বহীন মাদ্রাসার ২ শিক্ষক ৮/১০ বছরে লক্ষাধিক ভাতার টাকা
জালিয়াতি করে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। অর্থ ফেরত ও আইনি
জটিলতার ভয়ে তড়িঘড়ি করে ২৬ বছর পর খালের ওপর মাদ্রাসা তৈরির কাজ শুরু
হয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, জেলার পাইকগাছা উপজেলার বাহিরবুনিয়া এলাকায়
মাদ্রাসা তৈরির জন্য শহিদুল ইসলাম গাজী ৫২ শতক জমি ১৯৯০ সালে ৪২৩৬ দলিলে
দান করেন। নামকরণ করা হয় বাহিরবুনিয়া ইবতেদায়ি (স্বতন্ত্র) মাদ্রাসা। প্রতিষ্ঠান না
থাকলেও শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী হাজিরা খাতা যথারীতি ছিল বলে সভাপতি শহিদুল
ইসলাম জানান। মসজিদের পাশে জনৈক শাহাজান মাস্টারের প্রাইভেট পড়ানোর ঘর
মাদ্রাসা হিসেবে দেখানো হতো। অডিটের সময় অছাত্র বা অন্য স্কুলের কয়েকজন
ছেলেমেয়ে ও অল্প বয়সী কিছু লোক উপস্থিত করে দেখানো হতো বলে স্থানীয় কালাম
গাজী, মোক্তার গাজী, ইব্রাহিম গাজীসহ উপস্থিতরা এ প্রতিনিধিকে জানান। জমিদাতা
শহিদুল ইসলাম জানান, শিক্ষক ওয়াজেদ আলী গাজী ও আনোয়ারা খানম জালিয়াতি
করে কয়েক বছর ধরে ৫শ' করে ভাতার টাকা তুলেছে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি করা
চেয়ারম্যান ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড ঢাকাকে সম্প্রতি লিখিত অভিযোগ করেছেন এবং
অনুলিপি দিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। এ ব্যাপারে তৎকালীন সুপার সাইদুর রহমান
জানান, ৮/১০ বছর ধরে এ মাদ্রাসার ২ শিক্ষক ভাতার টাকা উঠিয়েছেন— যার পরিমাণ
লক্ষাধিক। তিনি আরও বলেন, ২০০৯ সালে আইলার সময় প্রতিষ্ঠানটি বিধ্বস্ত হলে সব
কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন দফতরে লিখিত অভিযোগের খবর জানাজানি হলে, অর্থ
ফেরত ও আইনি জটিলতার ভয়ে ২৬ বছর পর তড়িঘড়ি করে বাঁশ-খুঁটি দিয়ে মাদ্রাসা
তৈরির কাজ করতে দেখা গেছে। স্থানীয় নজরুল গাজী নিজেকে সভাপতি বানিয়ে
গোলাম মোস্তফা, তার স্ত্রী আনোয়ারাকে শিক্ষক দেখিয়ে কার্যক্রম চালানোর প্রস্তুতি
নিচ্ছেন বলে উপস্থিত লোকজন জানান। এ ব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে
জানতে চাইল তিনি বলেন, ইবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো ইউএনও নিয়ন্ত্রণ করেন। উপজেলা
নির্বাহী কর্মকর্তা উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ায় আর কিছু জানা যায়নি।